বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্পের নতুন সদস্য টার্কি

ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন

ভূমিকা

বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্পের নতুন সদস্য হিসাবে গত কয়েক বৎসর ধরে টার্কি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আসছে। ইতোমধ্যে সারা দেশে কয়েক হাজার টার্কি খামারী নিজ উদ্যোগে খামার স্থাপন করেছেন। বিভিন্ন তথ্য মতে এদের অনেকে টার্কি পালনে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। একই সাথে তারা বেশ লাভবানও হচ্ছেন। আবার এর উল্টো চিত্রও আছে। অনেক খামারীর ব্যাপক আর্থিক ক্ষতিও হয়েছে। তারা কোন ভাবেই তাদের খামার ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারছে না। আলোচ্য লেখাটি ঐ সকল খামারীদের কিছুটা নির্দেশনা দিতে পারবে বলে আশা করা যায়।

পোল্ট্রির এগারটি প্রজাতির মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় প্রজাতি টার্কি। টার্কির মাংস সারা বিশ্বে জনপ্রিয় খাদ্য, বিশেষ করে বড় দিন এবং খ্রিস্টিও নববর্ষের সময় বড় বড় হোটেল ও রেস্টুরেন্টসহ সাধারণের খাদ্য তালিকায় টার্কির মাংসের বিপুল চাহিদা থাকে। বাংলাদেশে পোল্ট্রির মধ্যে কেবল মুরগি (ব্রয়লার ও লেয়ার), হাঁস; কয়েক বৎসর ধরে কোয়েল এবং সম্প্রতি তিতির ও কবুতর বাণিজ্যকভাবে পালন করা হচ্ছে। দেশের মানুষের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য গ্রহণেও রুচির ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। সে দিক বিবেচনা করা হলে টার্কি হতে পারে পোল্ট্রি খামারীদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের মাধ্যম। একই সাথে এটি, প্রাণিজ প্রোটিনের আরো একটি নতুন উৎস্য। ইতোমধ্যে এই পাখিটি দেশের খামারী এবং রুচিশীল ভোক্তার কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। এর মাংস অনেকেই আগ্রহের সাথে গ্রহণ করছেন, আবার কোন কোন হোটেলে নতুন মাংস হিসাবে প্রচার করে বিক্রি করছে। নতুন ধরনের পাখির মাংস হিসাবে ব্যাপক জনপ্রিয়তাও পাচ্ছে টার্কি।

টার্কির বৈজ্ঞানিক নাম Moleagris galopovo, এরা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং আকারে তুলনামূলকভাবে বেশ বড় হয়। এদের খাদ্যের একটি বড় অংশ (৩০-৪০ ভাগ) নরম সবুজ ঘাস। ইতোমধ্যে দেশের প্রায় সকল অঞ্চলে ব্যক্তি উদ্যোগে টার্কির ছোট ছোট খামার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বিছিন্নভাবে যেখানে সেখানে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পালনের কারণে ইতোমধ্যে অনেক টার্কি খামারী ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছেন। কেউ কেউ টার্কিতে কোন অসুখ হয় না এমন কি টার্কিতে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় না, এমন তথ্য প্রচারের কারণে অনেক খামারী বিভ্রান্ত হচ্ছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। দেশে এখনো টার্কি প্রাকৃতিক পরিবেশে পালন করা হচ্ছে। ফলে আয় ব্যয় তেমন ভাবে হিসেব করা হচ্ছে না।

আশির দশকে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট টার্কি নিয়ে সামান্য কিছু গবেষণা শুরু করে ছিল কিন্তু চাহিদার তুলনায় সেটি ছিল অপ্রতুল তাই, যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং নতুন সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে টার্কির উপর আরো ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান টার্কি পালন এলাকা

বাংলাদেশের প্রায় সকল এলাকায় কম বেশি টার্কি খামার দেখতে পাওয়া যায়। তবে দেশের কয়েকটি অঞ্চলে বিশেষ করে যশোর, রাজশাহী, নঁওগা, কুষ্টিয়া, ময়মনসিহং, কুমিল্লা, ঢাকায় এদের খামার বেশি দেখা যায়। বর্তমানে সৌখিন পালনকারীরা শহর অঞ্চলেও টার্কি পালন করা শুরু করেছেন। গ্রামাঞ্চলে মুরগির মত প্রতি বাড়ীতে ৫-৬টি টার্কি পালন করা সহজ এবং লাভজনক। বাংলাদেশের জলবায়ু টার্কি পালনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

টার্কির সাধারণ বৈশিষ্ট্য

টার্কি প্রধানত মাংসের জন্য পালন করা হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ টার্কির ওজন ১০-১৪ এবং স্ত্রী টার্কির ওজন ৪-৬ কেজি পর্যন্ত হতে

পারে। টার্কি প্রাপ্ত বয়স্ক হয় ২৪-৩০ সপ্তাহে। এদের প্রতি বছরে ডিম উৎপাদন ক্ষমতা ৫০-৮০টি পর্যন্ত, ডিমের গড় ওজন ৭০ গ্রাম এবং ১ দিন বয়সের বাচ্চার গড় ওজন ৫০ গ্রাম। ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার জন্য সময় লাগে ২৮ দিন। প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত ডিমের হ্যাচাবিলিটি ৭০-৮০ ভাগ। ৬-৭ মাস বয়সে এরা ডিম দেয়া শুরু করে। বছরে ৩-৫ বার ১২-১৫টি করে ডিম দেয়।

টার্কির মাংসের গুণাবলী

আমাদের দেশের স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের জন্য টার্কির মাংস জনপ্রিয় হতে পারে। টার্কির মাংসে চর্বি ২-৩% যা সকল বয়সের মানুষ নির্দিধায় তাদের খাদ্য তালিকায় রাখতে পারে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

টার্কির জন্য এর খাদ্য ব্যবস্থাপনা অতি গুরুত্বপূর্ণ। টার্কির জন্য নির্দিষ্ট কোন তৈরি খাদ্য বাজারে পাওয়া যায় না। খামারীরা বর্তমানে দেশে উৎপাদিত ব্রয়লার ও লেয়ার খাদ্য টার্কিকে খাওয়ান। আবার অনেকে নিজে বাজার থেকে বিভিন্ন খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করে

এদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করেন। তাই বাচ্চা, বাড়ন্ত ও লেয়ার বা প্রজননের জন্য ব্যবহৃত টার্কির জন্য আলাদা করে খাদ্য খামারীকে প্রস্তুত করতে হবে। চার সপ্তাহ পর্যন্ত বয়সের বাচ্চা টার্কির জন্য স্টার্টার ম্যাশ প্রস্তুত করতে হবে এবং সেখানে আমিষ থাকবে শতকরা ২৭-২৮ ভাগ এবং বিপাকীয় শক্তি থাকবে ২৮০০ কিলো ক্যালোরি। ৫ থেকে ২৬ সপ্তাহের বাড়ন্ত টার্কির খাদ্যে আমিষ থাকবে শতকরা ২৩-২৪ ভাগ এবং বিপাকীয় শক্তি থাকবে ৩০০০ কিলো ক্যালোরি। ২৭ সপ্তাহ থেকে ব্রিডার টার্কির জন্য ব্রিডার ম্যাশ খাদ্য দিতে হবে। এই খাদ্যে শতকরা ২০ ভাগ আমিষ এবং ২৯০০ কিলো ক্যালোরি বিপাকীয় শক্তি থাকবে। এছাড়া মুক্ত অবস্থায় পালিত টার্কি খাদ্যের প্রায় ৪০ ভাগ কচি ঘাস, পাতা ও পোকা মাকড় খেয়ে জীবনধারণ করতে অভ্যস্থ। আবদ্ধ অবস্থায় পালিত টার্কিকে বিভিন্ন ঋতুতে পাওয়া শাক সবজী যেমন কলমি শাক, লাল শাক, বাঁধাকপি এমনকি কচুরীপানাসহ সবুজ নরম ঘাস সরবরাহ করা যেতে পারে।

দেশে প্রচলিত সহজলভ্য খাদ্যোপাদানের সমন্বয়ে টার্কির খাদ্য তৈরির একটি নমুনা

বয়স উপাদান (%)	বাচ্চা (১-৪ সপ্তাহ)	বাড়ন্ত (৫-২৬ সপ্তাহ)	ব্রিডার (২৭ ও এর বেশি সপ্তাহ)
গম ভাংগা	৩০.০	৩০.০	৩০.০
ভূট্টা	১৮	২৪	১৮
চাউলের কূড়া	১৪.০	১৯.০	১৫.০
তিল খৈল	৯.০	৭.০	৮.০
মাছের গুঁড়া, ডাল	১৮.০	১০.০	১৫.০
নারিকেল খৈল/তিলের খৈল	১১.০	৮.০	১১.০
ঝিনুক গুঁড়া	১.০	১.০	৪.০
ভিটামিন ও মিনারেল	০.৪	০.৪	০.৪
লবণ	০.৬	০.৬	০.৬
	১০২%	১০০%	১০২%

মুরগির তুলনায় টার্কির বিপাকীয় শক্তি, আমিষ এবং খনিজ পদার্থের প্রয়োজন বেশি হয়। টার্কির খাদ্য তৈরির সময় বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

খামারে পালনের জন্য টার্কি ক্রয়ের সময় বিবেচ্য বিষয়

খামারে পালনের জন্য টার্কি অবশ্যই পরিচিত খামার থেকে সংগ্রহ করতে হবে। বাজার থেকে টার্কি সংগ্রহ করে খামার স্থাপন না করাই ভালো। সংগ্রহের সময় টার্কি ভালোভাবে পরীক্ষা করে কিনতে হবে। কোন ধরনের অসুস্থতার লক্ষণ দেখা গেলে তা সংগ্রহ করা ঠিক হবে না। পরিবহনের সময় বাঙ বা ঝুড়ি ব্যবহার করা উচিত। বাঙ বা ঝুঁড়ি ভালোভাবে পরিষ্কার করে পাখি পরিবহন করতে হবে। এই সময় খেয়াল রাখতে হবে বাক্স বা ঝুঁড়িতে যেন পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের সুযোগ থাকে যাতে টার্কি ভালোভাবে শ্বাস নিতে পারে। টার্কি সংগ্রহের সময় যে সকল বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে সেগুলি হলো:

(ক) সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন চঞ্চল, সজীব টার্কি কিনতে হবে।

(খ) টার্কির পালক এবং মলদ্বার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে।

(গ) ঠোঁট বা মুখ চোখ দিয়ে কোনো লালা বা মিউকাস পড়বে না।

(ঘ) টার্কির দেহ যে কোন ধরনের আঘাত বা ক্ষত থেকে মুক্ত হতে হবে।

(ঙ) ১ মাস বয়সের টার্কি ক্রয় করা ভালো। এতে ঝুঁকি কম, নতুন পরিবেশের সাথে সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে এবং রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য টিকা প্রদানে সুবিধা হয়।

টার্কি পালন পদ্ধতি

বাংলাদেশে টার্কি পালন একেবারেই নতুন। নতুন খামারী অন্য টার্কি খামারীর খামার দেখে নিজে পালন শুরু করেন। ফলে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে তারা টার্কি পালন করা হচ্ছেনা এবং অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

আমাদের দেশে মুক্তাবস্থায়ই সাধারণত বেশি টার্কি পালন করা হয়। তবে মেঝে বা মাচায় বাণিজ্যিকভাবে টার্কি পালন করা যায়। বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক টার্কি পালন করতে হলে এর জন্য মানসম্পন্ন বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে খামারের স্থান নির্বাচন, আকার এবং ঘর তৈরির উপকরণ অতি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শে এই কাজগুলি সম্পন্ন করতে হবে।

টার্কি পালন পদ্ধতি ঃ তিন পদ্ধতিতে টার্কি পালন করা যায়। মুক্ত, অর্ধমুক্ত এবং আবদ্ধ অবস্থায়।

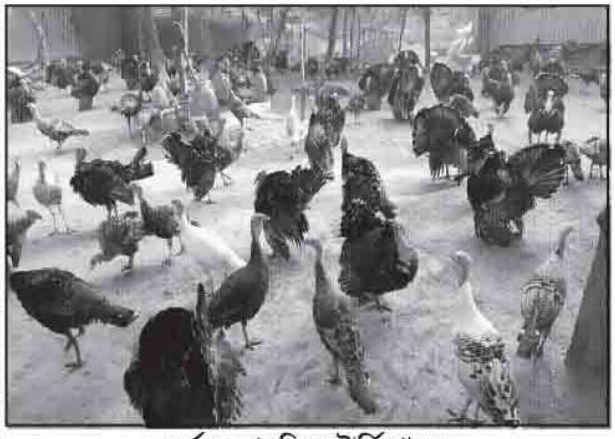

অর্ধমুক্ত পদ্ধতিতে টার্কি পালন

আবদ্ধ অবস্থায় টার্কি পালনঃ বাণিজ্যিকভাবে টার্কি খামার করতে হলে আবদ্ধ অবস্থায় লিটার পদ্ধতিতে পালন করা ভালো। এই পদ্ধতিতে মাচায়ও টার্কি পালন করা যায়। মেঝেতে পালিত টার্কির রোগব্যধি তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম হয়। মেঝেতে প্রতিটি টার্কির জন্য ৩ থেকে ৩.৫০ বর্গফুট জয়গা প্রয়োজন। সংখ্যা অনুসারে পর্যাপ্ত খাবার পাত্র এবং পানির পাত্র মেঝেতে রাখতে হবে। টার্কির জন্য ০-৪ সপ্তাহ বয়স্ক পর্যন্ত ১.২৫ বর্গফুট এবং ৫-১৬ সপ্তাহ পর্যন্ত ২.৫ বর্গফুট স্থান প্রয়োজন।

মুক্ত অবস্থায় টার্কি পালন ঃ টার্কি সম্পূর্ণমুক্ত অবস্থা দেশী মুরগির মত পালন করা যায়। এই পদ্ধতিতে রাতে রাখার জন্য একটি ঘর প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে মুরগির মত প্রতি বাড়ীতে ৫-৬টি টার্কি সম্পূর্ণমুক্তভাবে পালন করা সহজ এবং লাভজনক।

অর্ধমুক্ত অবস্থায় টার্কি পালন ঃ অর্ধমুক্ত অবস্থায় টার্কি কিছু সময়ের জন্য একটি বেষ্টনিতে রাখা হয় এবং এই সময় এদের খাদ্য সরবরাহ কর হয়। পরবর্তীতে এদের দেশী মুরগির মত ছেড়ে দেয়া হয়। অর্ধমুক্ত অবস্থায় টার্কি পালনের সময় বয়স্ক টার্কির জন্য মূল খামারে ২ থেকে ২.৫ বর্গফুট স্থান দেয়া প্রয়োজন ।

আবদ্ধ অবস্থায় লিটার পদ্ধতিতে টার্কি পালন

টার্কির বাসস্থান

স্থান নির্বাচনঃ টার্কি খামার বা ঘরের জন্য উঁচু ভূমি নির্বাচন করতে হবে, মেঝে বেলে মাটির হওয়া উচিত এবং উত্তম পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে। টার্কির ঘর খামারীর আবাসস্থলের কাছাকাছি হওয়া ভালো। এর ফলে খামারী নিয়মিত যত্ন বা তদারকি করতে পারবেন। খামারে পর্যাপ্ত সূর্যালোক এবং বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় ঘর সাধারণত দক্ষিণমুখী হওয়া ভালো।

ডিম ফোটানো ও বাচ্চা পরিচর্যা

ইনকুবেটরের উপযুক্ত (৩৭.৫° সে) তাপমাত্রায় টার্কির ডিম ২৮ দিনে ফুটে বাচ্চা বের হয়। তবে প্রাকৃতিকভাবে মুরগী দিয়ে একসাথে ৮-১০টি টার্কির ডিম ফুটানো সম্ভব। টার্কির বাচ্চা প্রথম দিকে মুরগির বাচ্চার মত দেখতে হয়। মুরগির বাচ্চার মতই টার্কির বাচ্চা ব্রুডিং এর মাধ্যমে পরিচর্যা করতে হয়। প্রথম সপ্তাহে ৯৫° ফাঃ এবং পরবর্তী প্রতি সপ্তাহে ৫° ফাঃ কমিয়ে ঋতু ভেদে ৪-৬ সপ্তাহ ব্রুডিং করা হয়।

টার্কির স্বভাব

আবদ্ধাবস্থায় পালন করা টার্কিরা ভীষণ চঞ্চল হয়; এরা সারাক্ষণ ডাকাডাকি করতে থাকে। তবে ছাড়া অবস্থায় টার্কি বেশ ধীর শান্ত দেখায় এবং কিছুক্ষণ পরপর ডাকাডাকি করে। এরা এক জায়গায় অবস্থান করে না ডাকাডাকি করতে করতে মাঠে চরে বেড়ায় এবং মাঠের পোকা মাকড়, কচি ঘাস খেয়ে পুষ্টি পূরণ করে। প্রতি ৫টা স্ত্রী

টার্কির সঙ্গে একটা পুরুষ টার্কি রাখা উচিত। মুরগির মত টার্কিও সকালের মধ্যে ডিম পাড়ে।

টার্কির প্রধান প্রধান রোগঃ তুলনামূলকভাবে টার্কি একটি শক্তিশালী পাখী, প্রাকৃতিক পরিবেশে পালন করা হলে দেশী মুরগির মত এদের রোগ কম হয়। বাণিজ্যিকভাবে পালিত টার্কিতে রোগ সংক্রমণের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় টার্কিতে রাণীক্ষেত ও ফাউল পক্স বেশি হয়। সালমোনেলা, ফাউল কলেরা ও মাইকোপ্লাজমার সংক্রমণ এর তথ্যও পাওয়া যায়। এছাড়া, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ টার্কিতে সারা বিশ্বেই লক্ষ করা গেছে।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

বাচ্চা ফোটার পর প্রথম দুই সপ্তাহ ভালোভাবে পরিচর্যা করা হলে এবং টার্কির ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখা হলে পরবর্তীতে বিভিন্ন রোগে টার্কির মৃত্যুর হার অনেক কম হয়। একই সাথে টার্কির রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক সময় মনে করা হতো টার্কিতে তেমন কোন রোগ বালাই নেই। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় টার্কির মুরগির মত প্রায় সকল রোগ হতে পারে। টার্কি খামারের রোগ প্রতিরোধের জন্য কার্যকরী জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে। টার্কি অসুস্থ হলে প্রাণিচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। টার্কিকে বছরে ৩ বার রাণীক্ষেত ও ২ বার মাইকোপ্লাজমা রোগের মৃত টিকা দিলে এই দুইটি প্রধান রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকবে। টার্কির এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগও হতে পারে। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি টার্কির খামারে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ সংক্রমণের তথ্য আছে। অতএব এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য খামারের জীবনিরাপত্তা উন্নত করতে হবে এবং বছরে ৩ বার এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের মৃত টিকা দিতে হবে; বাচ্চার বয়স ১ মাস হলে ১ম বার এবং ৩ মাস বয়সে ২য় বার পরবর্তীতে ৩৫-৪০ সপ্তাহ বয়সে ৩য় বার এই টিকা দিতে হবে।

বাংলাদেশে টার্কি পালনে অসুবিধাসমূহ

আমাদের দেশে টার্কি কেনার বিশুদ্ধ খামার নাই। টার্কি পালন বিষয়ক কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবলেরও অভাব আছে। ভালো পরামর্শের অভাবে টার্কি হতে খামারী কাংখিত উৎপাদন পাচ্ছেন না। টার্কির রোগব্যাধি নিয়ে দেশে গবেষণা বা অনুসন্ধান খুবই কম হয়েছে। টার্কি ক্রয় বা বিক্রয় করার ভালো বাজার এর অভাব আছে। বাণিজ্যিকভিত্তিতে টার্কি পালন এবং উৎপাদনের জন্য সরকারি খামার বা সহায়তা না থাকায় এই শিল্পের বিকাশ হচ্ছে না। মানসম্পন্ন ব্রিডিং খামার না থাকায় ইনব্রিডিং এর সমস্যার কারণে টার্কি থেকে কাংখিত উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে অনেক আগ্রহী খামারী আগ্রহ হারাচ্ছেন।

উপসংহার

বাংলাদেশে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। রুচিশীল জনগোষ্ঠি তাদের খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র আনার চেষ্টা করছেন। অনেকে বিভিন্ন স্বাদের খাদ্য দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। টার্কিসহ অন্যান্য পাখি যেমন, তিতির, কোয়েল আমাদের খাদ্য তালিকায় সংযুক্ত হতে পারে। বাংলাদেশে টার্কি পালন দিন দিন বেশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পালন করা হলে তা লাভজনক ব্যবসা হিসাবে জনপ্রিয় হতে পারে। বাণিজ্যিকভিত্তিতে টার্কি পালন সম্প্রসারিত হলে তা দেশের পুষ্টি মিটাতে এবং একই সাথে কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন
বিভাগীয় প্রধান,
প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা।